যুগান্তর

28 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হচ্ছে না

টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

যুগান্তর রিপোর্ট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তাদের গবেষণা রিপোর্টে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন না হওয়ার জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে। রোববার সিরডাপ মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়' শিরোনামে গবেষণা রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষণা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। এ রিপোর্ট প্রকাশের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে ৩২টি সুপারিশ উত্থাপন করা হয়।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. নজরুল ইসলাম, শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ।

গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ ঝরে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই। পাশাপাশি অনেক শিক্ষার্থী নানারকম সুযোগ-সুবিধার আশায় চলে যাচ্ছে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৮৭ ভাগ। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থী কমেছে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ।

টিআইবি'র রিপোর্টে বলা হয়, মূলত উপবৃত্তি পাওয়ার আশায় অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বৃত্তির আওতায় আসতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক দুর্নীতি প্রায় বন্ধ। তবে বদলির ক্ষেত্রে এখনও ঘুষ লেনদেন অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে অনুদানের নামে

মান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

মান : প্রাথমিক শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে টিআইবির রিপোর্টে। এতে বলা হয়, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের নামে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা অনুদান নেয়া হয়। আর উন্নয়নের স্বপ্ন বলে নেয়া এ টাকা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতরাই ভাগ করে নেন অনেক সময়। এর ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পান না।

টিআইবি রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়, ঘুষ ও তদবির ছাড়া শিক্ষকরা তাদের এমপিও পান না। এক্ষেত্রে তিনটি উদাহরণ দিয়ে রোববার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, একটি ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা এবং অন্যটিতে ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল। বাকিটিতে উচ্চপর্যায়ের সুপারিশের কারণে কোন ঘুষ দিতে হয়নি। ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ করা হয়েছে বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও।

এসব ছাড়াও পিটিআই প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ১, হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা নেয়া হয়, যা একেবারেই নিয়মবহির্ভূত। অবসরের পর শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ও অন্যান্য পাওনা আদায় করার সময় ঘুষ দেয়ার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।